ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ
(The Union Executive of India)

■ ভূমিকা (Introduction)

ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান শাসক (Chief Executive) থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সবাইকেই বোঝায়। ♦ **(i) রাজনৈতিক** এবং ♦ **(ii) অরাজনৈতিক**—এই দুটি অংশকে নিয়ে **ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ** গঠিত হয়। **রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীসভাকে** নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের **রাজনৈতিক অংশ** গঠিত হয়েছে। আবার, প্রশাসনিক কার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত **উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ-সহ সাধারণ কর্মচারীরা** শাসন বিভাগের **অরাজনৈতিক অংশের** অন্তর্ভুক্ত। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের **আমলা** (bureaucrat) বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণভাবে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের **রাজনৈতিক অংশ** একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন এবং সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য তাঁদের, বিশেষত মন্ত্রীদের **জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল** থাকতে হয়। কিন্তু সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য শাসন বিভাগের **অরাজনৈতিক অংশ** জনসাধারণের পরিবর্তে তাদের **উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ী** থাকে।

■ ভারতের রাষ্ট্রপতি (The President of India)

ভারতীয় **শাসনব্যবস্থা** সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার ফলে **এক অভিনব শাসনব্যবস্থা** হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতের **রাষ্ট্রপতি** তত্ত্বগতভাবে শাসন বিভাগের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি ক্যাবিনেটের পরামর্শে পরিচালিত হন বলে কার্যত তিনি **নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক** হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছেন।

● নির্বাচন পদ্ধতি (Election Procedure)

▸▸ *নির্বাচক সংস্থা গঠন :* **একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটের ভিত্তিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব** (Proportional representation by means of the single transferable vote)-এর নিয়মানুযায়ী গোপন ভোটের মাধ্যমে **একটি নির্বাচক সংস্থা** (Electoral College) কর্তৃক ভারতীয় রাষ্ট্রপতি **পরোক্ষভাবে নির্বাচিত** হন। ♦ **(i)** ভারতীয় **পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের** এবং ♦ **(ii)** রাজ্য-আইনসভার নিম্নকক্ষের অর্থাৎ **বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের** নিয়ে এই নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয়।

Scanned with CamScanner

▸▸ *নির্বাচনের তিনটি পর্যায় :* রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির তিনটি পর্যায় হল :

▸ (১) রাজ্য-বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ণয় : প্রথমেই প্রতিটি অঙ্গ-রাজ্যের **বিধানসভার নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ধারণ** করতে হয়। এই সংখ্যা নির্ধারণের জন্য **রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ** করতে হয়। তারপর **ভাগফলকে ১,০০০ দিয়ে ভাগ** করতে হবে। ভাগশেষ যদি ৫০০ বা তার বেশি হয়, তবে দ্বিতীয় ভাগফলের সঙ্গে **১ যোগ করে** যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে, তা হবে সেই রাজ্যের **বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিটি সদস্যের ভোটসংখ্যা**। ভোটদানের সময় বিধানসভার প্রত্যেক সদস্য একটি করে ভোট দিলেও ভোটগণনার সময় সেই একটি ভোটের মূল্য হিসেবে পূর্বোক্ত ভোটসংখ্যাকেই ধরা হবে।

▸ (২) পার্লামেন্টের সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ণয় : রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায় হল—পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ণয়ের জন্য **রাজ্য-বিধানসভাসমূহের সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ** করতে হয়। ভাগশেষ যদি ভাজক সংখ্যার অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি হয়, তবে পূর্বোক্ত ভাগফলের সঙ্গে **১ যোগ** করে যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে, তা হবে **পার্লামেন্টের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের মূল্য**।

▸ (৩) একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটের ভিত্তিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব : রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির **তৃতীয় পর্যায়** হল ভোটদান। **ভোটদানের ক্ষেত্রে একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটের ভিত্তিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি** গৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুসারে যতজন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, প্রত্যেক ভোটদাতা ততগুলি **পছন্দ** (preference) জানাতে পারবেন। এইভাবে প্রত্যেক ভোটদাতা প্রার্থীর নামের পাশে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা লিখে তাঁর পছন্দ প্রকাশ করতে পারেন। প্রত্যেক ভোটদাতাকে তাঁর **প্রথম পছন্দ অবশ্যই জানাতে** হবে ; অন্যথায় তাঁর ভোটপত্র বাতিল হয়ে যাবে। এইভাবে ভোটগ্রহণের পর সব প্রার্থীর **প্রথম পছন্দের ভোটগুলি যোগ** করা হয়। তারপর **যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ** করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে **'কোটা'** (Quota) বলা হয়। রাষ্ট্রপতিপদে **নির্বাচিত হতে গেলে প্রার্থীকে 'কোটা'-নির্দিষ্ট ভোট** পেতেই হবে। যদি কোনো প্রার্থীই নির্দিষ্ট কোটায় পৌঁছোতে না পারেন, তবে যিনি সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পেয়েছেন, তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বাদ দিয়ে তাঁর ভোটপত্রগুলিকে **পরবর্তী চিহ্নিত পছন্দ অনুযায়ী অন্যান্য প্রার্থীদের কাছে হস্তান্তর** করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী নির্দিষ্ট 'কোটা' লাভ করতে না পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থী-বাতিল এবং ভোটপত্রের এরূপ হস্তান্তর চলতে থাকবে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো **বিতর্ক সৃষ্টি হলে সুপ্রিমকোর্ট** তার মীমাংসা করতে পারেন।

● কার্যকাল ও পদচ্যুতি (Term of Office and Removal)

রাষ্ট্রপতি **৫ বছরের** জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য ♦ **(i)** রাষ্ট্রপতি **পদত্যাগ** করলে ; ♦ **(ii)** তাঁর **মৃত্যু** হলে ; অথবা ♦ **(iii)** সংবিধানভঙ্গের অপরাধে **পার্লামেন্ট** তাঁকে **পদচ্যুত** করলে ; কিংবা ♦ **(iv)** আদালত নতুন রাষ্ট্রপতির **নির্বাচন বাতিল** করে দিলে কার্যকালের

Scanned with CamScanner

মেয়াদ পরিসমাপ্তির আগেই **রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য** হতে পারে। সংবিধানের ৫৬ নং ধারা অনুসারে **রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানভঙ্গের অপরাধে** ৬১ নং ধারায় বর্ণিত **'ইমপিচমেন্ট'** (impeachment) **পদ্ধতির মাধ্যমে পদচ্যুত** করা যায়। পার্লামেন্টের যে-কোনো কক্ষই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব আকারে **সংবিধানভঙ্গের অভিযোগ** আনতে পারে। যে কক্ষে এরূপ অভিযোগ-প্রস্তাব আনীত হবে, সেই কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন এক-চতুর্থাংশের স্বাক্ষরিত লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার অন্তত ১৪ দিন পরে প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কক্ষে উত্থাপন করা যায়। প্রস্তাবটি সেই কক্ষের **মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসূচক ভোটে** গৃহীত হলে অপর কক্ষ অভিযোগটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। এর পর সেই কক্ষেও প্রস্তাবটি অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা হয়। অবশ্য অনুসন্ধানের সময় রাষ্ট্রপতি স্বয়ং কিংবা তাঁর মনোনীত কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে তিনি **আত্মপক্ষ সমর্থন** করতে পারেন। উপরিউক্ত যে-কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে **৬ মাসের মধ্যেই নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন** করতে হয়।

Scanned with CamScanner